# সন্ত্রাস নির্মূলের অদ্ভুত নমুনা

*পানিসম্পদ মন্ত্রী এল কে সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী লুৎফুর রহমান বাবর, চীফ হুইপ ওয়াহিদুল হক এবং বিএনপি নেতা এম এ জিন্নাহ এমপি (বাঁ থেকে মন্ত্রী-এমপি সামনে বসা) পেছনে দাঁড়ানো শাহেদ, রব, রাজ্জাক, মনির, মাহবুব, ইকবাল বাহার চৌধুরী*

*লিখেছেন*
**অনিরুদ্ধ ইসলাম, জাকির হোসেন ও সুমী খান**

সুধাসদনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ছাত্রলীগ নেতারা। দলনেত্রী তাদের ঈদের মিষ্টিমুখও করিয়েছিলেন। কিন্তু সুধাসদন থেকে বেরিয়ে তাদের সরাসরি পুলিশের হেফাজতে যেতে হলো। তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল না এবং পুলিশ কোনো সুনির্দিষ্ট মামলাও দায়ের করতে পারেনি। তবে ঢাকার পুলিশ কমিশনার আবদুল কাইউম বিবিসিকে বলেছেন যে, তারা ষড়যন্ত্র করছিল এবং ষড়যন্ত্র এমন একটি জিনিস যা প্রমাণ করা মুশকিল। তবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করা হবে। ইতিমধ্যে অবশ্য সুধাসদন থেকে বেরিয়ে আসার পথে আটক ছাত্রলীগ নেতাদের ৮ জনকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে এক মাস আটকাদেশের প্রস্তাব থাকায় তাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আটকাদেশের প্রস্তাব না হলে তারা জামিন পাবে বলে ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন। দু'জন অবশ্য জামিনে ছাড়া পেয়েছে।

নব্য সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টুকে গ্রেপ্তার করে বিএনপি সরকার বিভিন্ন মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সন্ত্রাসের অভিযোগে পিন্টুকে গ্রেপ্তার করে সরকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানকেই তুলে ধরতে চেয়েছে। যদিও খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস দেশের প্রতিদিনের ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী সব সময়ই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছেন। সন্ত্রাসীদের ধরতে পুলিশ, বিডিআরের বিশেষ অভিযানও চালানো হয়েছে। মোস্ট ওয়েন্টেড তালিকা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ধরা পড়েনি শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কেউ। বিএনপি সরকারের পাঁচ মাসে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কেউ ধরা না পড়লেও হাজত থেকে জামিনে বেরিয়ে এসেছে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। যারা এখন ঘুরে ফিরছে সরকার দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে।

সরকার, প্রশাসন যখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির নির্দেশ দিচ্ছেন তখন সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগের সাফাই গাওয়ার সুযোগ রাখেনি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, পানি সম্পদ মন্ত্রী এল কে সিদ্দিক, এম এ জিন্নাহ এমপি, হুইপ ওয়াহিদুল হকসহ আরও কিছু নেতৃবৃন্দ। ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে তারা এক মতবিনিময় সভা করেছেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যখন বিভিন্ন পদক্ষেপের অঙ্গীকার করছিলেন, তখন তার পেছনের সারিতে দন্ডায়মান ছিল চট্টগ্রামের কয়েকজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। সমাজে যাদের পরিচয় সন্ত্রাসী হিসেবেই।

জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রথম পাতায় মন্ত্রীদের পেছনে দাঁড়ানো ঐ সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে ছবি প্রকাশ করলে সবার টনক নড়ে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পুলিশ এখন অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। সন্ত্রাসীরা কেন মন্ত্রীর সভায় উপস্থিত হলো এ নিয়ে প্রতিমন্ত্রী পুলিশকে ধাতিয়েছেন। আর পুলিশ বলছে, প্রতিমন্ত্রীর অনির্ধারিত সভায় কে উপস্থিত হলো সেটা দেখা তাদের দায়িত্ব না। সেটা দেখার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। তবে পুলিশ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, ঐ চিহ্নিত ব্যক্তিরা তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। তবে তারা জামিনে আছে।

অবশ্য সংবাদপত্রে ছবি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পুলিশ তৎপর হয়েছে ঐ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের জন্য। তবে মজার ব্যাপার হলো, প্রতিমন্ত্রীর বৈঠকে ঐ কেলেংকারির পর চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের জন্য বিশেষ অভিযান চালালেও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তোলা সন্ত্রাসীদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। বরং ঐ সন্ত্রাসীদের একজনকে কোর্টের নির্দেশ অনুসারে প্রতিদিন কোতোয়ালি থানায় হাজিরা দিতে হলেও প্রথম দু'দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর ঐ সন্ত্রাসী এখন থানায় প্রতিদিন চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

বিষয়টা এই পর্যন্ত হলেও না হয় কথা উঠত না, কিন্তু চট্টগ্রাম জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক গোলাম দস্তগীর চৌধুরী সংবাদপত্রে ঐ সন্ত্রাসীদের ছবি ছাপা হওয়ায় এক বিবৃতিতে ক্রোধ প্রকাশ করে বলেছেন যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে যাদের ছবি ছাপা হয়েছে তারা সন্ত্রাসী নয় বরং দলের ত্যাগী কর্মী। আওয়ামী লীগের শাসনামলে আন্দোলন করার জন্য তাদের সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা হয়েছিল। বিবৃতিতে বিএনপি নেতা বলেন সংবাদপত্রগুলো এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ বন্ধ না করলে এসব কর্মীরা ঐসব সংবাদপত্র বয়কটের জন্য আন্দোলন করতে পারে।

নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসী ইকবাল বাহার চৌধুরী।

তার বিরুদ্ধে ৯টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে নারী নির্যাতন মামলায় তার ১০ বছরের সাজা হয়েছে। নির্বাচনের আগে জামিনে ছাড়া পায়। শাহেদ অস্ত্র ও হত্যা মামলাসহ ৭ মামলার আসামি। রাজ্জাক চাঁদাবাজি ও ছিনতাইসহ ৭ মামলার আসামি। আগে নন্দনকানন ছাত্রলীগের ক্যাডার ছিল। নির্বাচনের পর ছাত্রদলে যোগদান করে। রবও ৮ মামলার আসামি। এছাড়া মানির মাহবুবসহ অন্যান্য ক্যাডার সন্ত্রাসীরা মন্ত্রীদের সঙ্গেই ছিলেন।

গত মাসেও ইকবাল, রাজ্জাক, মাহবুব স্টেশন রোড রেলওয়ে মেন্স স্টোর বার থেকে ২৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। চট্টগ্রামবাসীর কাছে এসব সন্ত্রাসীরা যেমনি পরিচিত, তেমনি পরিচিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছেও। কিন্তু মন্ত্রীরা যে কোনো কারণেই হোক তাদের সে পরিচয় মনে রাখতে চায়নি। ফলে এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসীর পরিচয় ঘটলো বিএনপি দলীয় ক্যাডার বা কর্মী হিসেবে।

চট্টগ্রাম মহানগরীতে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই। জানা যায়, চট্টগ্রাম মহানগরীতে বর্তমানে ২ হাজার ৪০০ সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, অবৈধ অস্ত্রধারী এবং অপহরণকারী রয়েছে। এর মধ্যে চাঁদাবাজ ৪৩০ জন, সন্ত্রাসী ৯০৫ জন, ছিনতাইকারী ৩০০ জন, বেআইনি অস্ত্রধারী ৭০০ জন এবং অপহরণকারী ৩০ জন। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় তারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালায় বলে পুলিশ প্রশাসনের অধিকাংশ সময়ই কিছু করার থাকে না। পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও রাজনৈতিক নেতাদের চাপে ছেড়ে দিতে হয়। বিশেষ করে সরকারি দলের ব্যানারেই সন্ত্রাসীরা কাজ করে। ফলে সন্ত্রাসীদের প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের সহায়তা পেতে সুবিধা হয়।

চট্টগ্রামের সিএমপি পুলিশ কমিশনার শহীদুল্লাহ খান চট্টগ্রামের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে এ মাসের প্রথম সপ্তাহে ধারাবাহিক বৈঠক করবেন বলে জানা যায়। সিএমপি কর্তৃপক্ষ নগরীর ১২টি থানা এলাকায় সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে দিতে পারলে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

আর একে ৪৭সহ ধরিয়ে দিতে পারলে ১ লাখ টাকা পুরস্কারের কথা বলেছেন। পুলিশ কমিশনারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্যরা যখন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের নিয়ে ঘুরে ফিরবেন, সমাবেশ-মিটিং করবেন তখন কে তাদের গ্রেপ্তার করবে? আর যে সভা থেকে সন্ত্রাসীদের ধরা হবে সেখানে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী থাকলে সিএমপি পুলিশ কি করতে পারবেন?

সরকারের মন্ত্রী ও সাংসদরা চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ প্রশাসনের কিছু বলার থাকে না। মন্ত্রীর একটি নির্দেশে পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তার চাকরিচ্যুতি, পদোন্নতিতে বাধাসহ বদলির ঘটনা ঘটতে পারে। এজন্য তারাও চায় কিছুটা গা বাঁচিয়ে মন্ত্রী-এমপিদের খুশি রেখে সন্ত্রাস দমন করতে। ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পেছনে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য জানতে চাইলে সিএমপি কমিশনার শহীদুল্লাহ খান গা বাঁচিয়েই সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'ইকবাল বাহার ক্রিমিনাল, তবে রাজ্জাক, শাহেদ তালিকাভুক্ত নয়। তা ছাড়া ইকবাল যেহেতু জামিনে আছে, আমরা কিছুই বলতে পারছি না। তবে সন্ত্রাসীদের ধরতে পুলিশ তৎপর।'

ছাত্রলীগ নেতা লিয়াকত শিকদারের রাজনৈতিক পরিচিতি প্রতিটি ছাত্রছাত্রী জানে। এটা জানে নিশ্চয় সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাও। এ কারণে গ্রেপ্তার করেও তাদের নামে কোনো কেস দেয়া সম্ভব হয়নি

সার্কিট হাউজে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতাদের চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং ক্যাডার বেষ্টনীতে যে ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, আমরা অফিসিয়াল কাজে চট্টগ্রাম গিয়েছি। আমার সঙ্গে অন্য মন্ত্রী, সংসদ সদস্যরাও ছিলেন। পরে দলীয় একটি মতবিনিময় সভায় আমরা অংশগ্রহণ করেছি। সেখানে দলের অনেক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সংবাদপত্রের ফটো সাংবাদিকরা যে ছবিটি তুলেছেন তারা অবশ্যই এ অবস্থায় আমাদের পেয়েছেন বলেই ছবিটি তুলেছেন। উনারা কাজের কাজটিই করেছেন কিন্তু আমার দলের কর্মীদের ভিড়ে কে কখন আমাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল তা আমি জানি না। সন্ত্রাসীরা বিএনপি দলের কর্মী ছিল কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিএনপি তো অনেক বড় দল। এর কর্মীর সংখ্যাও প্রচুর। তবে আমাদের পেছনে যে সন্ত্রাসীরা ছিল তারা আমার দলের কর্মী কিনা আমি জানি না। সেটা স্থানীয় সাংসদ বলতে পারবেন। তবে আমরা সন্ত্রাস দমনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। সে অনুযায়ী কাজও চলছে।

কথা দিয়ে আর যাই হোক সন্ত্রাস নির্মুল হবে না। অবশ্য সে চেষ্টাই করছেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী। কে সন্ত্রাসী আর কে ভালো মানুষ তিনি বুঝতে পারছেন না। ছাত্রলীগে সন্ত্রাসী নেই এটা কেউই অস্বীকার করে না। নিশ্চয়ই সে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার না করে ছাত্রলীগ নেতাদের বিশেষ করে যারা সুস্থ ধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের গ্রেপ্তার করাটা কোনো সন্ত্রাস নির্মুলের অঙ্গীকার? ৪ বর্ষ ৩৭ সংখ্যায় সাপ্তাহিক ২০০০ সাবেক ও বর্তমান ছাত্রনেতাদের নিয়ে একটি গোল টেবিল আয়োজন করেছিল। বর্তমান সময়ে সুস্থ ধারার ছাত্রনেতা হিসেবে যারা পরিচিত এমন দু'জনকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এ দু'জন হলেন ছাত্রদলের মনির হোসেন ও ছাত্রলীগের লিয়াকত শিকদার। এরা কোনোভাবেই সন্ত্রাস বা অসুস্থধারার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয় এটা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েই আমরা তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। ছাত্রলীগ নেতা লিয়াকত শিকদারের রাজনৈতিক পরিচিতি প্রতিটি ছাত্রছাত্রী জানে। এটা জানে নিশ্চয় সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাও। এ কারণে গ্রেপ্তার করেও তাদের নামে কোনো কেস দেয়া সম্ভব হয়নি।

যারা সন্ত্রাস করে না, সন্ত্রাসের পক্ষে থাকে না তাদেরকে গ্রেপ্তার করলে, নির্যাতন করলে আর যাই হোক রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরে আসবে না। সন্ত্রাসী ধারাই চাঙ্গা হবে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী এবং তার সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের সখ্য, আশ্রয়-প্রশ্রয় নতুন কোনো বিষয় নয়। বিরোধী দলের গ্রেপ্তার-জুলুম-অত্যাচারও কোনো নতুন বিষয় নয়। এ দেশের মানুষ বরাবরই এসবের বিরোধিতা করেছে। এই সত্য থেকে না শিখলে বর্তমান ক্ষমতাসীনদেরও অতীতের ক্ষমতাসীনদের মতো ভাগ্য বরণ করতে হবে সেটা বোঝার সময় এখন এসেছে।

রাজনীতির সঙ্গে সন্ত্রাসীদের যে সংস্পর্শ আছে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে তোলা ছবি সে বক্তব্যেরই সত্যতা তুলে ধরে। এ সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে দেশের সরকার প্রধানেরা কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কিভাবে সন্ত্রাস দমন করবেন?